অব্যভিচারিণী। সেইটিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সেই সেবাও কায়িক, বাচিক, মানস ভেদে তিন প্রকারেই ভগবদনুগতি। অতএব ভয় দ্বেষ প্রভৃতিতে এবং অহংগ্রহ উপাসনা প্রভৃতিতে ভক্তি-লক্ষণের প্রবেশ হইল না। যেহেতু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনুকুল্যে অনুগতি নাই অর্থাৎ যাহা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কায়িক বাচিক, মানস, অনুশীলন নাই বলিয়া ভয়, দ্বেষ এবং অহংগ্রহ উপাসনাতে ভক্তিলক্ষণ প্রবেশ করিল না। 'সাধনভূয়সী' শব্দের অর্থ সাধনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা। সেই ভক্তির তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ অন্য প্রকারে ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।" ২১৬॥ অর্থাৎ যাহারা ভক্তিমাহাত্ম্য জানে না—এমন অজ্ঞ ব্যক্তিও ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এইপ্রকার আবির্ভাববিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ নিজকে অঞ্জঃ—অনায়াসে প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ স্বয়ংই যে সকল উপায় অর্থাৎ সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল সাধনের নাম ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবান বর্ণ ও আশ্রয় ধর্ম্ম প্রভৃতি মনু প্রভৃতি দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশুদ্ধা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম মনু প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব বোধে নিজ শ্রীমুখেই যে বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা ১১।১৪ অধ্যায়ে স্বয়ং উদ্ধব মহাশয়ের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন—"কালেন নষ্টা বাণীয়ং প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" হে উদ্ধব! প্রলয়কালে জগতে ভক্তিগ্রাহক লোক না থাকায় বেদপ্রতিপাদ্য এই ভক্তিকথা নষ্টপ্রায় হইয়াছিল অর্থাৎ মানুষ-সমাজে প্রচার ছিল না। আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে হ্লাদিনী-শক্তির সারভূতা ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্মের কথা ব্রহ্মার নিকটে বলিয়াছিলাম। এই অনুসারে শ্রীভগবান্ নিজ শ্রীমুখে যে সকল উপায়েরকথা উপদেশ বা আদেশ করিয়াছেন, তাহার নাম ভাগবতধর্ম্ম। শ্লোকোক্ত 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ একথা বেদে, পুরাণে ও মনুষ্যলোকে, দেবসমাজে প্রসিদ্ধই আছে। এইরূপ সাক্ষাৎ ভক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে—সাক্ষাৎ ভক্তিরও ভাগবতধর্ম্ম সংজ্ঞা আছে। ৬।৩।২২ শ্লোকে ধর্ম্মরাজ যম আপনি বলিয়াছেন—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" ইহলোকে শ্রীহরির নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা শ্রীভগবানে যে ভক্তিযোগ—ইহাই মানবমাত্রের পরমধর্ম্ম। এই ভাগবতধর্ম্ম লক্ষণে ভগবৎপ্রাপ্তি ভাগবতধর্ম্মের অসাধারণ কার্য্য বলিয়া তটস্থ লক্ষণ।।